রাতের অন্ধকারে জ্বলছে জোনাকি।

২৬০ বছরের তথ্য ঘেঁটে ভারতে প্রথম জোনাকির পূর্ণাঙ্গ তালিকা

নবেন্দু ঘোষ

প্রায় ২৬০ বছরের বৈজ্ঞানিক নথি ঘেঁটে ভারতে প্রথম জোনাকি পোকা সংক্রান্ত তালিকা তৈরি করলেন গবেষকরা। গবেষণায় উঠে এল ভারতের মধ্যে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এলাকায় সব থেকে বেশি প্রজাতির জোনাকি পোকা পাওয়া যায়। এখানে প্রায় ২৫.৩৩ শতাংশ প্রজাতির দেখা পাওয়া যায় বলে গবেষকদের দাবি। এছাড়া, উত্তর পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ উঁচু সমতল অঞ্চল, উপকূল অঞ্চলে প্রায় ২২.৬৬ শতাংশ জোনাকি পোকার প্রজাতি পাওয়া গেছে। অন্য দিকে, হিমালয় অঞ্চলে তুলনামূলক ভাবে খুব কম প্রজাতির জোনাকি পাওয়া গেছে। মরুভূমি অঞ্চলে জোনাকি পোকার উপস্থিতির কোনও তথ্য পাননি গবেষকরা। 'এ চেকলিস্ট অফ ফায়ারফ্লাইজ (কোলিওপটেরা: ল্যাম্পাইরিডি) ফ্রম ইন্ডিয়া' শীর্ষক এই গবেষণাপত্রটি লিখেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক পারভেজ খান, অক্ষয় কুমার চক্রবর্তী, অলিভার কেলার, দেবাংশু গুপ্ত ও অধ্যাপক অম্লান দাস। গবেষকদের প্রায় তিন বছর সময় লেগেছে এই তালিকা তৈরি করতে। সম্প্রতি, এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান পত্রিকা জুট্যাক্সা–তে। এই গবেষণাপত্রে ভারতে জোনাকি পোকার ৯২টি প্রজাতি এবং ২৭টি গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। এর মধ্যে ৬০ শতাংশেরও বেশি প্রজাতি শুধু ভারতেই পাওয়া যায় বলে দাবি গবেষকদের। কিন্তু ভারতে এখনও পর্যন্ত জোনাকি পোকার কোনও প্রজাতিকেই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আইনের আওতায় আনা হয়নি বলেও জানান গবেষকরা। তাঁদের মতে, ভারতে জোনাকি পোকার শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে কিছু গবেষণা আগে হলেও সেগুলি অসম্পূর্ণ ছিল। গবেষণাপত্রটির প্রধান লেখক পারভেজ জানান, ভারতে জোনাকি পোকার ৫০টিরও বেশি প্রজাতির প্রথমবার বর্ণনা করার পর আর নতুন করে তা নথিভুক্ত করা হয়নি। গবেষকরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যসূত্র ঘেঁটে এই আধুনিক তালিকা তৈরি করেছেন। তাঁদের মতে, এই তালিকা ভবিষ্যতে জোনাকি পোকার ওপর গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তালিকায় প্রতিটি প্রজাতির নাম, যে বিজ্ঞানীরা প্রথম তা বর্ণনা করেছিলেন তাঁদের নাম, নথিভুক্ত হওয়ার বছর এবং কোন কোন অঞ্চলে এই প্রজাতিগুলি পাওয়া যায়— এসব তথ্য আছে। ভারতে ২২ রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জোনাকি পোকার উপস্থিতি নথিভুক্ত করা হয়েছে। পারভেজের মতে, জোনাকি পোকা সংক্রান্ত তথ্যের অভাবের জন্য গবেষণার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে। শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকলে কোনও প্রজাতি নতুন না কি আগে থেকেই পরিচিত— তা নির্ধারণ করাও কঠিন হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক আমলে ভারত থেকে ব্রিটিশরা জোনাকি পোকার বিভিন্ন প্রজাতি সংগ্রহ করেছিল। সেই নমুনা এখন লন্ডনের জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। ফলে গবেষকদের সেই নমুনা সংক্রান্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে তা হাতে পেতে প্রায় এক বছর সময় লেগে যায়। পারভেজ জানান, গবেষণা চলাকালীন গবেষকরা দেখেছেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী একই প্রজাতিকে ভিন্ন নামে বর্ণনা করেছেন। আবার কিছু ক্ষেত্রে কোনও প্রজাতির অবস্থান ভুল ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব তথ্য যাচাই করে ভুল তথ্য বাদ দিতে হয়েছে। এছাড়া পুরনো নথিতে ভাষা ও বানানের পার্থক্যও গবেষণার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে। এবার এই গবেষকরা জোনাকি পোকার একটি ছবিভিত্তিক ফিল্ড গাইড প্রকাশ করার পরিকল্পনাও করছেন। পারভেজ বলেন, 'আলোক দূষণ এবং নগরায়ণের জন্য জোনাকি পোকা দ্রুত হারে কমছে। এদের সংরক্ষণ দরকার। তাই এই গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

অধ্যাপক অম্লান দাস ও অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী।

গবেষক পারভেজ খান

অ্যাসিড হামলার শিকার হয়েও হার মানেননি ওঁরা

সাগরিকা দত্তচৌধুরি

মুখ ঝলসে গেলেও মন ঝলসায়নি। হার না মেনে মনের জোরে আজ ওঁরা স্বনির্ভর। অ্যাসিড হামলার শিকার হয়ে সাময়িক ভাবে জীবনে ছেদ পড়লেও পূর্ণচ্ছেদ কখনই পড়তে দেননি লড়াকু সুনীতা দত্ত, টুসি মণ্ডল, পলি দেবনাথ, রিঙ্কু দাস, শাম্মি আরা পারভিনরা। কারও চোখ নষ্ট তো আবার কারও মুখের বিকৃতি এতটাই হয়ে গিয়েছে যে চেনাই কঠিন। সমাজে অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করে চলতে হয়। পরিবার–পরিজন, আত্মীয়–স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই একটা সময়ে সঙ্গ ছেড়ে দেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা কেউই হার মানেননি। এরকম ২০ জন অ্যাসিড হামলার শিকার মহিলা এসএসকেএমের ইনস্টিটিউট অফ সাইক্রিয়াট্রি তে এক আলোচনাসভায় নিজেদের জীবনযুদ্ধে জয়ের কথা ভাগ করে নেন। হাসপাতালের সাইক্রিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্ক বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভাগীয় প্রধান ড. মায়াঙ্ক কুমার বলেন, 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে মাথায় রেখেই এই প্রয়াস নেওয়া হয়। অ্যাসিডে একবার শরীর ক্ষত–বিক্ষত হওয়ার পর সমাজ তাঁদের মনকে বার বার ক্ষত–বিক্ষত করে। ওঁদের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দটাই হারিয়ে যায়। আমরা চাই ওঁরাও স্বাভাবিক জীবনে ফিরুক।'

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির বিভাগীয় প্রধান ডাঃ বিদীপ্তা ভট্টাচার্য বলেন, 'অ্যাসিড আক্রান্তদের পুনর্বাসন একেবারে নয়, ধাপে ধাপে হয়। অনেকটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। চিকিৎসায় শরীরের ক্ষতর নিরাময় হলেও মনের ক্ষত সারতে সময় নেয়। মানসিক স্বাস্থ্যের সুস্থ থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। সহানুভূতি না দেখিয়ে সমাজে গ্রহণযোগ্য করতে সহায়তা করতে হবে। অন্তর্ভুক্তির জন্য সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। অ্যাসিড অ্যাটাক হলে 'আহা রে', 'বেচারা' 'কী হয়ে গেল'— এই সব বলে কখনই করুণার পাত্র হিসেবে দেখা উচিত নয়। তাঁদের পাশে দাঁড়ানোটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।'

ছাঁও ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি ও অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার নয়ডার বাসিন্দা অংশু রাজপুত বলেন, 'প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় ১৫ বছর বয়সে আমি অ্যাসিড হামলার শিকার হই। বাঁ চোখ পুরো নষ্ট হয়ে যায়। আমাকে ও আমার পরিবারকে সমাজ এক প্রকার বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে লড়াই করে আজকে আমি নিজের অধিকার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। তবে সমাজ এখনও অনেক পিছিয়ে। মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া দরকার।' ইচ্ছাপুরের সুনীতা দত্ত বলেন, '২০১০ সালে বয়স যখন ১৫ ছিল, তখন প্রেমের প্রস্তাবের প্রত্যাখান করায় অ্যাসিড হামলার শিকার হই। একটা চোখে দেখতে পাই না। ২৫টির মতো অস্ত্রোপচার হয়। পড়াশোনা শেষ করে এখন ৩২ বছর বয়সে স্বামীর সঙ্গে সুখে সংসার করছি এবং দু'জনে মিলে একটি ছোটখাটো হোটেলের ব্যবসাও করছি।' ক্যানিংয়ের টুসি মণ্ডলের সঙ্গে ২০১৬ সালে ১৭ বছর বয়সে অ্যাসিড অ্যাটাকের ঘটনা ঘটে। তারপর তাঁর জীবনটাই বদলে যায়। ডান চোখ, কান, গলার অনেকটা অংশ নষ্ট হয়ে যায়। অনেক লড়াই চলে। এখন ২৬ বছর বয়সে পোলট্রি ফার্মের ব্যবসা করছেন। এখন ভাল আছেন।

রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়, এসএসকেএমের অধিকর্তা ডাঃ মণিময় ব্যানার্জিদের বক্তব্য, অ্যাসিড হামলার পর ভেঙে না পড়ে সবার আগে নিজেকে নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। অ্যাসিড মুখ গলিয়ে দিলেও মেরুদণ্ড গলাতে পারে না। সবাই এগিয়ে আসুন। আর এগিয়ে আসাটাকে যুদ্ধের মতো না দেখে সহজ সরল করে দেখা উচিত। অনুষ্ঠানে ছিলেন উপাধ্যক্ষ ডাঃ পীযুষ রায়, যুগ্ম স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ কৌশিক কর, সহকারী স্বাস্থ্য অধিকর্তা (মানসিক স্বাস্থ্য ও প্রতিবন্ধকতা) ডাঃ সুব্রত রায়, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি ইন্দ্র প্রসন্ন মুখার্জি–সহ অন্যান্য আধিকারিক।

অ্যাসিড হামলায় আক্রান্তরা শোনালেন জীবনযুদ্ধের কথা।

টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরনের হাতে তুলে দেওয়া হল সাম্মানিক 'নাইটহুড'। রয়েছেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার লিন্ডি ক্যামেরন–সহ অন্যরা।

সাম্মানিক নাইটহুড নটরাজন চন্দ্রশেখরনকে

আজকালের প্রতিবেদন

সাম্মানিক 'নাইটহুড' পেলেন টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরন। ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের উন্নতিতে নটরাজন চন্দ্রশেখরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য এই সম্মান দেওয়া হল। নয়াদিল্লিতে ব্রিটিশ হাইকমিশনার লিন্ডি ক্যামেরনের বাসভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নাইটহুড প্রদান করা হল। লিন্ডি ক্যামেরন বলেন, 'নটরাজন চন্দ্রশেখরন ব্রিটেনের খুব ভাল বন্ধু এবং ভারতের কর্পোরেট জগতের অন্যতম মুখ। তাঁর নেতৃত্ব দুই দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্কের অনেক উন্নতি হয়েছে।' নটরাজন চন্দ্রশেখরন বলেন 'এই স্বীকৃতি শুধু আমার নয়, টাটা গোষ্ঠীর প্রত্যেক সহকর্মীর। এই সম্মান পেয়ে আমি অভিভূত।'

শিক্ষা, গবেষণা নিয়ে মউ

আজকালের প্রতিবেদন

শিক্ষা, গবেষণা এবং জ্ঞান বিনিময়ের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য আইআইটি ভুবনেশ্বর এবং কলকাতার ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের মধ্যে মউ স্বাক্ষর হল। দুই প্রতিষ্ঠান যৌথ ভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেবে। যেমন যৌথভাবে সম্মেলন, কর্মশালা, সেমিনার এবং জনসংযোগের বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করবে। মউ স্বাক্ষরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল পাণ্ডুলিপি গবেষণার উন্নয়ন করা। সেই সঙ্গে পুরনো নথি প্রযুক্তির সাহায্যে সংরক্ষণ করা, লেখা বিশ্লেষণ করা এবং গবেষণার জন্য সফটঅয়্যার ও অনলাইন তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা। আইআইটি ভুবনেশ্বরের ডিন অধ্যাপক দিনকর পাসলা এবং ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন (অ্যাকাডেমিক) ও ট্রাস্টি ড. সুমন্ত রুদ্র এই চুক্তিতে সই করেন। ছিলেন ড. অক্ষয় কুমার রথ, ড. নরেশ চন্দ্র সাহু এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার প্রদীপ কুমার সাহু। দিনকর পাসলা এবং ড. সুমন্ত রুদ্র জানান, দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই চুক্তি ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। প্রাচীন জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির মধ্যে একটি সেতুবন্ধন গড়ে তুলবে।

ফর্ম নং: ১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দ্রষ্টব্য]
প্রাপ্তিস্বীকারপত্র–সহ রেজিস্টার্ড ডাক দ্বারা, হাতে করে, ব্যর্থ হলে প্রকাশনের মাধ্যমে
রিকভারি অফিসার–I/II–এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল শিলিগুড়ি
২ নং ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি বিজ্ঞপ্তি

রিকভারি অফ ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি অ্যাক্ট, ১৯৯৩–এর ধারা নং ২৫ থেকে ২৮ এবং ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল নং ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি

আরসি/৫৩/২০২৫ **০৬.০৩.২০২৬**

ইউকো ব্যাঙ্ক
বনাম
মিঃ রুস্তম আলি এবং অন্যান্য

প্রতি:
১. মিঃ রুস্তম আলি, পিতা মিঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, গ্রাম–ভৈরবতলা, পোঃ লাবনখোয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ এবং **এছাড়াও** গ্রাম উমরপুর, পোঃ ঘোরসালা, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন–৭৪২২৩৫।
২. মিসেস আহিদা বেগম, স্বামী মিঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, গ্রাম উমরপুর, পোঃ ঘোরসালা, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন–৭৪২২৩৫।

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **টিএ/৫১২/২০১৭**–এর প্রেক্ষিতে মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি দ্বারা প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী জারিকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট মোতাবেক আপনাদের থেকে (যৌথ ও এককভাবে/ পূর্ণত/ সীমাবদ্ধ) **₹৪১,০১,৭১৭.০১ (একচল্লিশ লক্ষ এক হাজার সাতশো সতেরো টাকা এবং এক পয়সা মাত্র),** তৎসহ **২৮.০৬.২০১৬** থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত **বার্ষিক ১২.১০% হারে** বকেয়া ও ভবিষ্যতের সুদ ও মাশুল বাবদ **₹৪৪,০০০/– (চুয়াল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)** বকেয়া ও অনাদায়ী রয়েছে।

২. এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উপরিলিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য আপনাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যার অন্যথা হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থান মোতাবেক আপনাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পুনরুদ্ধারের আইনি প্রক্রিয়া চালানো হবে।
৩. এতদ্দ্বারা শুনানির পরবর্তী তারিখের মধ্যে আপনাদের পরিসম্পদসমূহের বিশদ খতিয়ান একটি হলফনামার মাধ্যমে ঘোষণার জন্য আপনাদের প্রতি আদেশ জারি করা হচ্ছে।
৪. এতদ্দ্বারা এই কার্যাদির পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে **১৭.০৪.২০২৬** তারিখে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে হাজির থাকার জন্য আপনাদের প্রতি আদেশ জারি করা হচ্ছে।
৫. ওপরে লেখা অর্থাঙ্ক ছাড়াও আপনারা নিম্নলিখিত অর্থাঙ্ক প্রদানে দায়বদ্ধ:
(ক) কার্যাদি সম্পন্নকারী এই সার্টিফিকেটের বিজ্ঞপ্তি/ প্রক্রিয়া শুরুর পরবর্তী মেয়াদের জন্য প্রদেয় সুদ;
(খ) এই বিজ্ঞপ্তি ও পরোয়ানার পরিষেবা এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের কার্যাবলি সংক্রান্ত যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি।
নীচে এই ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম। তারিখ: ০৬.০৩.২০২৬।

স্বাঃ–
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল শিলিগুড়ি

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank ...the name you can BANK upon!

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ২৮.০৪.২০২৬ তারিখের ই–নিলাম

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, দুর্গাপুর
সিটি সেন্টার, রেড ক্রস রোড, দুর্গাপুর–৭১৩২১৬, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। ই–মেল: cs8222@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ২৮.০৪.২০২৬, দুপুর ২টো পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ [সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক / বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম, ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতার নাম] এবং দখলের প্রকৃতি	ক) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ১৩(২) নোটিসের তারিখে বকেয়া	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (টাকার অঙ্কে)	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য
১.	**শাখা অফিস: বর্ধমান (০২০৩২০)** **অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স অজয় মডার্ন রাইস মিল প্রাইভেট লিমিটেড** **ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **১. মেসার্স অজয় মডার্ন রাইস মিল প্রাইভেট লিমিটেড,** গ্রাম– রামনগর, পোঃঅঃ– হাটগোবিন্দপুর, জেলা– বর্ধমান, পিন–৭১৩৪০৭ **২. মেসার্স অজয় মডার্ন রাইস মিল প্রাইভেট লিমিটেড,** ফার্স্ট ফ্লোর, ৬৭/৪০, স্ট্র্যান্ড রোড, ক্রস রোড নং ১১, কলকাতা–৭০০০০৬ **৩. মিঃ উত্তম কুমার যশ,** পিতা– প্রয়াত সুধীর কুমার যশ **৪. মিঃ অনুপ কুমার যশ,** পিতা– প্রয়াত সুধীর কুমার যশ **৫. মিসেস অপর্ণা যশ,** স্বামী– প্রয়াত অজয় কুমার যশ ঠিকানা: শ্যামল কলোনি, নেতাজি হোস্টেলের কাছে, পোঃঅঃ– রাজবাটি, জেলা– বর্ধমান, পিন–৭১৩১০৪ **৬. মিঃ প্রদীপ কুমার পাঁজা,** পিতা– প্রয়াত ভূতনাথ পাঁজা, গ্রাম ও পোঃঅঃ– হাটগোবিন্দপুর, জেলা– বর্ধমান, পিন–৭১৩৪০৭ **৭. মিঃ শ্যামল কুমার যশ,** পিতা– প্রয়াত অনিল কুমার যশ, গ্রাম– খড়গ্রাম, পোঃঅঃ– খড়গ্রাম কারান্ডা, জেলা– বর্ধমান, পিন–৭১৩১৪৯	মোট ০.১৩ একর মাপের জমি এবং এর উপরিস্থিত দোতলা বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: হাটগোবিন্দপুর, জে এল নং ১৩৬, খতিয়ান নং ১৫২, প্লট নং ১৬৮০, সম্পত্তির মালিকানা প্রদীপ কুমার পাঁজা, পিতা– প্রয়াত ভূতনাথ পাঁজা–র নামে। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ০৩.১০.২০১৩ খ) ২৬.০২.২০১৪ (প্রতীকী দখল) গ) ₹১৮,৬৩,১২,৬৭৮.৯০ (আঠারো কোটি তেষট্টি লক্ষ বারো হাজার ছশো আটাত্তর টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র), ৩০.০৮.২০১৩ অনুযায়ী	ক) ₹২৬,৬৫,০০০.০০ খ) ₹২,৬৬,৫০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২৮.০৪.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	**শাখা অফিস: জিটি রোড বর্ধমান (০২২৪১০)** **অ্যাকাউন্ট: মেসার্স বুদ্ধদেব খেটো** **ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **মিঃ বুদ্ধদেব খেটো,** পিতা– বিশ্বনাথ খেটো, কানাইনাটশাল শ্রীপল্লী, থানা– বর্ধমান সদর, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ– ৭১৩১০৩ **সহ–ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী তাপসী খেটো,** স্বামী– শ্রী বুদ্ধদেব খেটো, কানাইনাটশাল শ্রীপল্লী, থানা– বর্ধমান সদর, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ– ৭১৩১০৩	জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বঁটির, জে এল নং– ৩০, এল আর খতিয়ান নং– ৩০৮৮, এল আর প্লট নং– ৪০২ ও ৪০৩, শ্রেণি– বাস্তু, মোট জমি– ০.১০ একর অর্থাৎ ৪৩৫৬ বর্গফুট, হিজলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, গ্রাম– নূতনগ্রাম, পোঃঅঃ– বঁটির, থানা– রায়না, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, ২০১৩ সালের বিক্রয় দলিল নং I–৩৪৬৫ অনুযায়ী শ্রী বুদ্ধদেব খেটোর নামে নথিভুক্ত। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: **উত্তর**– রেণুকা বালা খেটোর খোলা জমি; **দক্ষিণ**– ১০ ফুট চওড়া গ্রাম্য রাস্তা; **পূর্ব**– অমলেন্দু মুখার্জির খোলা জমি; **পশ্চিম**– সত্যনারায়ণ সামন্তের খোলা জমি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ১৪.০৭.২০২৫ খ) ১৩.১০.২০২৫ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৪০,৩০,৭৬৮.৩৫ (চল্লিশ লক্ষ তিরিশ হাজার সাতশো আটষট্টি টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র), ৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী	ক) ₹৩৯,৬৫,০০০.০০ খ) ₹৩,৯৬,৫০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২৮.০৪.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩.	**শাখা অফিস: বর্ধমান স্টেশন বাজার (০৯৮০২০)** **অ্যাকাউন্ট: কালোমুদ্দিন মল্লিক** **ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **মিঃ কালোমুদ্দিন মল্লিক,** পিতা– মনোয়ার মল্লিক গ্রাম– রায়পুর, মল্লিকপাড়া, রামগোপালপুর, পিন ৭১৩৪০৩, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ **মিসেস ওয়াসমিনা মল্লিক,** স্বামী– কালোমুদ্দিন মল্লিক, গ্রাম– রায়পুর, মল্লিকপাড়া, রামগোপালপুর, পিন ৭১৩৪০৩, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা বর্ধমান, থানা– গলসি, মৌজা–ধর্মপুর, জে এল নং ৫৭, হাল জে এল নং ২৪, আর এস খতিয়ান নং ৬৭৭, এল আর খতিয়ান নং ১৪১৬, আর এস এবং এল আর প্লট নং ১৩৫৬, এরিয়া– কমবেশি ৫ শতক। এডিএসআর গলসিতে নথিভুক্ত বিক্রয় দলিল নং ০২১৫০১৬৫৫/২০১৬ অনুসারে কালোমুদ্দিন মল্লিক, পিতা– মনোয়ার মল্লিকের নামে। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ২১.০৯.২০২২ খ) ০৬.০১.২০২৩ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৪২,৪৭,৬৮৬.৬০ (বিয়াল্লিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছশো ছিয়াশি টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র), ৩১.০৮.২০২২ অনুযায়ী	ক) ₹৩৭,৫৫,০০০.০০ খ) ₹৩,৭৫,৫০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২৮.০৪.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪.	শাখা অফিস: বি সি রোড (৩১৯৪০০) অ্যাকাউন্টের নাম: কল্যাণ কুমার ঘোষ ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার: ১. কল্যাণ কুমার ঘোষ, পিতা– গণেশ চন্দ্র ঘোষ **২. কৌশিক ঘোষ,** পিতা– কল্যাণ কুমার ঘোষ **৩. স্নিগ্ধা ঘোষ,** স্বামী– কল্যাণ কুমার ঘোষ সকলের ঠিকানা: নবগ্রাম, গোস্বামী পাড়া, জামালপুর, নবগ্রাম, মেমারি–১, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পিন–৭১৩১৬৬	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এডিএসআর– জামালপুরে রেজিস্টার্ড ২০০৫ সালের দলিল নং ১১৯৮ অনুসারে, মৌজা– নবগ্রাম, জে এল নং ১৬, এল আর প্লট নং ৩২৯৪, এল আর খতিয়ান নং ১৮১, প্রকৃতি– বাস্তু, জমির পরিমাপ– ০.০৫ একর, আজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা– বর্ধমান, সম্পত্তির মালিকানা শ্রী কল্যাণ কুমার ঘোষ–এর নামে। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ১০.১০.২০১৮ খ) ১৪.১২.২০১৮ (প্রতীকী দখল) গ) ₹১৯,৩৫,৯৮০.৫৪ (উনিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার নশো আশি টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা মাত্র), ৩০.০৯.২০১৮ অনুযায়ী	ক) ₹৮,৭৪,০০০.০০ খ) ₹৮৭,৪০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২৮.০৪.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫.	**শাখা অফিস: বি সি রোড (৩১৯৪০০)** **অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স রয়্যাল আইসক্রিম** **ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **১. মেসার্স রয়্যাল আইসক্রিম** প্রোপ্রাইটর: ইয়াসরব খান, পিতা– মওলা নওয়াজ খান **২. ইয়াসরব খান,** পিতা– মওলা নওয়াজ খান **৩. মিসেস শামিমা বেগম (জামিনদার),** স্বামী– ইয়াসরব খান সকলের ঠিকানা: বেরুগ্রাম, পোঃঅঃ– চণ্ডীপুর, বেরুগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১৪২	১ নং সম্পত্তি: ১৩.০৬.২০১৪ তারিখের রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ১১৮২ অনুসারে ইয়াসরব খান–এর মালিকানাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: থানা– খণ্ডঘোষ, জেলা– বর্ধমান, মৌজা– বেরুগ্রাম, জে এল নং ২৬, আর এস খতিয়ান নং ৩৪০২, এল আর খতিয়ান নং ৩৩৭, আর এস প্লট নং ২২৬৫, জমির পরিমাপ– ৪ শতক। তৎসহ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ। ২ নং সম্পত্তি: ৩০.০৩.১৯৯৪ তারিখের রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ১২৩ অনুসারে ইয়াসরব খান–এর মালিকানাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: থানা– খণ্ডঘোষ, জেলা– বর্ধমান, মৌজা– বেরুগ্রাম, জে এল নং ২৬, আর এস এবং এল আর প্লট নং ২২৬৫, আর এস খতিয়ান নং ৩৪০২, জমির পরিমাপ– ১০ শতক। ৩ নং সম্পত্তি: ৩১.০৮.২০১৫ তারিখের রেজিস্টার্ড দান দলিল নং ৩৪৫৭ অনুসারে শামিমা বেগম–এর মালিকানাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– দুবরাজহাট, জে এল নং ২৫, আর এস এবং এল আর প্লট নং ১৯৫৪, আর এস খতিয়ান নং ৯, এল আর খতিয়ান নং ১৭৯৪, গ্রাম– দুবরাজহাট, পোঃঅঃ– চণ্ডীপুর, বেরুগ্রাম, থানা– খণ্ডঘোষ, জেলা– বর্ধমান, জমির পরিমাপ ১০ ডেসিমেল (৪৩৫৬ বর্গফুট), জমির প্রকৃতি– বাস্তু। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ২৩.০৭.২০১৮ খ) ১৫.১১.২০১৮ (প্রতীকী দখল) গ) ₹১,৭৫,০৭,৪০২.০০ (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ সাত হাজার চারশো দুই টাকা মাত্র), ৩১.০৫.২০১৮ অনুযায়ী	**সম্পত্তি নং ১ + ২** ক) ₹৭৬,০০,০০০.০০ খ) ₹৭,৬০,০০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০ **সম্পত্তি নং ৩** ক) ₹১৬,৩০,০০০.০০ খ) ১,৬৩,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২৮.০৪.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬.	**শাখা অফিস: জিটি রোড বর্ধমান (০৫৪১০০)** **অ্যাকাউন্টের নাম: নুর আলম মণ্ডল ও মহিউদ্দিন মণ্ডল** **ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **মিঃ নুর আলম মণ্ডল,** পিতা– প্রয়াত নুরুল হক মণ্ডল, গ্রাম ও পোঃঅঃ– পুরসা, থানা– গলসি, জেলা– বর্ধমান– ৭১৩৪০৬ **মিঃ মহিউদ্দিন মণ্ডল,** পিতা– প্রয়াত নুরুল হক মণ্ডল, গ্রাম ও পোঃঅঃ– পুরসা, থানা– গলসি, জেলা– বর্ধমান– ৭১৩৪০৬	১৯৯২ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং ৩২৪৬, ৩২৪৭, ৩২৪৮ এবং ১৯৯৪ সালের দলিল নং ২৩১৬ অনুযায়ী শ্রী নুর আলম মণ্ডল ও শ্রী মহিউদ্দিন মণ্ডলের মালিকানাধীনে সকল স্থাবর সম্পত্তির (জমি ও বাড়ি) অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– পুরসা, থানা– গলসি, জেলা– বর্ধমান, জে এল নং– ৮৫, এল আর খতিয়ান নং– ৯১৯ ও ৯২০, প্লট নং– ৬২৭ আয়তন– ০.০২ একর এবং প্লট নং– ৬২৯ আয়তন– ০.০৬ একর, মোট আয়তন– ০.০৮ একর। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ০৩.০৫.২০১৭ খ) ১৭.০৮.২০১৭ (প্রতীকী দখল) গ) ₹২২,৪২,৯৩৩.০০ (বাইশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নশো তেত্রিশ টাকা মাত্র), ৩১.০৩.২০১৭ অনুযায়ী	ক) ₹৩৩,২০,০০০.০০ খ) ₹৩,৩২,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২৮.০৪.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৭.	**শাখা অফিস: কালনা (০২০৭২০)** **অ্যাকাউন্টের নাম: শেখ জিয়াউল ইসলাম** **ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **১. শেখ জিয়াউল ইসলাম,** পিতা– শেখ হাজি আব্দুল ওয়াদুদ **২. সাহিনা খাতুন,** স্বামী– শেখ জিয়াউল ইসলাম সকলের ঠিকানা: মহেশডাঙ্গা, আইমাদেউল পাড়া, নিমো মেমারি, জেলা– পূর্ব বর্ধমান– ৭১৩১৪৬	জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– রসুলপুর, থানা– মেমারি, জে এল নং ১৩৬, এল আর খতিয়ান নং ২২০৯, এল আর প্লট নং ৮৪, আর এস প্লট নং ৮৪, পরিমাপ– ০৭ ডেসিমেল, শ্রেণি– বাস্তু, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, দলিল নং ৬২৯/১৯৬৭ এবং পার্টিশন দলিল নং ০৮৩০/২০১৪, এডিএসআর–ও মেমারি, স্বত্বাধিকারী– শেখ জিয়াউল ইসলাম। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ১৭.০৭.২০১৮ খ) ০৫.১০.২০১৮ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৪৯,২৭,৪১১.৭৫ (উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতাশ হাজার চারশো এগারো টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা মাত্র), ৩০.০৬.২০১৮ অনুসারে	ক) ₹৪৭,০০,০০০.০০ খ) ₹৪,৭০,০০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০	**২৮.০৪.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই

শর্ত ও নিয়মাবলি:
এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:
১. সম্পত্তিগুলি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **২৮.০৪.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** https://www.baanknet.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://www.baanknet.com ওয়েবসাইট দেখুন।
৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: **মিঃ অশোক কুমার (চিফ ম্যানেজার), মোবাইল: ৯১০২৪০৫৭৯০।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ৩০/১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২১.০৩.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি